জলবায়ু অর্থায়নে উন্নত বিশ্বের চাপিয়ে দেওয়া ঋণ নয়, ন্যায্যতা ভিত্তিক অনুদানের দাবি নাগরিক সমাজের।

আজ সকাল ১০.০০ টায় রাজধানী ঢাকার ডেইলি স্টার সেন্টারের আজিমুর রহমান কনফারেন্স হলে সেন্টার ফর পার্টিসিপেটরি রিসার্চ এ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট (সিপিআরডি) এবং কয়েকটি বেসরকারি উন্নয়ন সহযোগী প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে আসন্ন কপ-২৭ এ বাংলাদেশের ভূমিকাকে শক্তিশালী করার লক্ষ্যে সরকারের প্রণিত কর্মকৌশলে নাগরিক সমাজের মতামত যুক্ত করার উদ্দেশ্যে এক গোলটেবিল আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। উক্ত আলোচনা সভাটিতে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপনা করেন সি.পি.আর.ডি'র নির্বাহী প্রধান জনাব মো: শামসুদ্দোহা, বিশেষ অথিতি হিসাবে উপস্থিত থেকে আলোচনা করেন জাতীয় সংসদের মাননীয় সদস্য ব্যারিস্টার শামীম হায়দার পাটোয়ারি, জাতীয় সংসদের মাননীয় সদস্য জনাব তানভীর শাকিল জয়। এছাড়া আলোচনা করেন, পল্লী কর্মসহায়ক ফাউন্ডেশন এর ডেপুটি ম্যানেজিং ডিরেক্টর ড. ফজলে রাব্বি সাদেক আহমেদ, ডিয়াকোনিয়া'র কান্ট্রি ডিরেক্টর খোদেজা সুলতানা লোপা, এসডিএস এর নির্বাহী পরিচালক জনাবা রাবেয়া বেগম, ক্লাইমেট ব্রিজ ফান্ডের প্রধান ড. গোলাম রাব্বানি, ইন্ডিপেন্ডেন্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের সহযোগী অধ্যাপক ড. আব্দুল আওয়াল খান, ইপসা'র প্রধান নির্বাহী জনাব মো: আরিফুর রহমান, কোস্ট ফাইন্ডেশনের পরিচালক জনাব আমিনুল হক, সুইজারল্যান্ড এম্বাসির প্রোগ্রাম ম্যানাজার জনাবা শিরিন লিরা সহ সরকারী বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কর্মর্কতা কর্মচারী বৃন্দ।

উদ্বোধনী অধিবেশনে মূল বক্তব্য তুলে ধরে জনাব মো: শামসুদ্দোহা বলেন, জলবায়ু পরিবর্তন প্রতিরোধ করতে উন্নত রাষ্ট্র সমূহ এখন পর্যন্ত তাদের কর্তব্য যথাযথ ভাবে পালন করেনি। তিনি বিশ্ব বাস্তবতার দিকে ইঙ্গিত করে বলেন, অবিলম্বে বৈশ্বিক কার্বন উদগীরণ হ্রাসকরণ এর লক্ষ্যমাত্রা যথেষ্ট পরিমাণে বাড়াতে না পারলে পৃথিবীর পরিস্থিতিকে আর নিয়ন্ত্রণে রাখা যাবেনা। তিনি বলেন, জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাতে ক্ষতিগ্রস্ত রাষ্ট্র এবং অঞ্চল সমূহের ক্ষয়-ক্ষতির (Loss and Damage) ক্ষতিপূরণ প্রদানের একটি আনুষ্ঠানিক মেকানিজম দরকার এবং ক্ষয়-ক্ষতি মোকাবেলায় অভিযোজন স্বল্পতার (Adaptation Gap) উত্তরোত্তর বৃদ্ধি কমাতে জলবায়ু অর্থায়নের (Climate financing) নিম্নপ্রবাহকে বাড়াতে হবে। তিনি জোর দিয়ে বলেন, বর্তমান বাস্তবতায় জলবায়ু অর্থায়ন ১০০ বিলিয়ন ডলার কোন ভাবেই যথেষ্ট নয়, আমাদের জলবায়ু অর্থায়নের নতুন লক্ষ্য ঠিক করতে হবে এবং এই ফান্ডটি কোন ভাবেই এক ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলারের কম হবার সুযোগ নেই। তিনি আরও বলেন, উন্নত বিশ্বের চাপিয়ে দেওয়া ঋণ প্রবাহের আগ্রহ না দেখিয়ে, ন্যায্যতা ভিত্তিক অনুদানের জন্য বাংলাদেশ সহ ক্ষতিগ্রস্ত রাষ্ট্র সমূহকে জোর দিতে হবে। জলবায়ু অর্থায়ন ক্ষতিগ্রস্ত অঞ্চলের চাহিদা মতন হওয়া জরুরি বলে তিনি উল্লেখ করেন। তিনি আরও বলেন, কপ-২৭ উপলক্ষে আমাদের সামনে আসা সুযোগগুলোকে যথাযথভাবে কাজে লাগাতে বাংলাদেশের একটি সমন্বিত কর্মকৌশল তৈরি করতে হবে, আমরা নাগরিক সমাজ সেই বিষয়ে সাহায্য করতে চাই। তিনি বলেন, উন্নত বিশ্ব বৈশ্বিক সমঝোতা আলোচনাকে নানা ভাবে এড়িয়ে বিভিন্ন পার্শ্ব কাঠামো তৈরি করতে চায়, আমাদের কোনভাবেই এই ফাঁদে পা দেওয়া চলবেনা, এই পার্শ্ব কাঠামোগুলো আমাদের দীর্ঘ দিনের অর্জনকে নষ্ট করে দিতে পারে। জনাব মো: শামসুদ্দোহা বলেন, জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে দক্ষিণাঞ্চলসহ সারাদেশেই ব্যাপক ভাবে মানবাধিকার লঙ্ঘিত হচ্ছে, এই বিষয় গুলো বিশ্ববাসীর সামনে তুলে ধরতে হবে।

মাননীয় সংসদ সদস্য জনাব তানভীর শাকিল জয় বলেন, দুঃখজনক বিষয় হচ্ছে এ বারের সমঝোতা সম্মেলনে একজনও সংসদ সদস্য যুক্ত নয়। তিনি বলেন অনেক সময় আমরা দেখি নাগরিক সমাজের সাথে সবসময় মধুর সম্পর্ক থাকেনা, কিন্তু জলবায়ু পরিবর্তনের মত একটি জায়গায় নীতিনির্ধারক এবং নাগরিক সমাজের মাঝে কোন রকম দূরত্ব থাকা উচিৎ নয়। তিনি আশ্বাস দিয়ে বলেন আজকের আলোচনায় যা পেলাম আমরা সেগুলো মন্ত্রণালয় সহ বিভিন্ন জায়গায় তুলে ধরব। তিনি বলেন, এখনই বিশ্বের সকল শক্তি এবং মত এক হয়ে যাবে না, কিন্তু আমাদের সমন্বিত ভাবে কাজ করে যেতেই হবে এর কোন বিকল্প নেই। তিনি আরও বলেন এরই মধ্যে বাংলাদেশে অন্যতম একটি বড় সমস্যা হয়ে দাড়িয়েছে জলবায়ু অভিবাসী, আমরা আমাদের অবস্থান থেকে কথা বলে যাচ্ছি, কিন্তু দুঃখজনক হলো বিশ্ব সম্প্রদায়ের নিকট থেকে এই বিষয়ে আমরা যথাযথ উদ্যোগ দেখতে পাচ্ছিনা। অনেক উন্নত রাষ্ট্র মনে করেন আমরা এ বিষয়টিকে সামনে আনেছি তাদের দেশে অভিবাসি হওয়ার জন্য, কিন্তু তাদেরকে বলে দিতে চাই আমাদের সাধারণ মানুষের কোন আগ্রহ নেই বাস্তচ্যুত হয়ে তাদের দেশে যাওয়ার, আমাদের যে ক্ষয় ক্ষতি তারা করেছেন তার জন্য দয়া করে আমাদের ক্ষতিপূরনগুলো দিয়ে দেন। তিনি বলেন জলবায়ু অর্থ দিয়ে এবং গ্রিন ক্লাইমেট ফান্ড দিয়ে অনেক প্রকল্প করা হয়েছে কিন্তু সমস্যা হলো বেশিরভাগ প্রকল্পই অর্থ অপচয় ছাড়া আর কিছু নয়, আমরা যদি জলবায়ু অর্থ এই ভাবে নষ্ট করতে থাকি তাহলে বিশ্ব সম্প্রদায়ের কাছে আমাদের ভাবমূর্তি নষ্ট হবে, যেটি দীর্ঘ মেয়াদি ক্ষতি বয়ে নিয়ে আসবে।

মাননীয় সংসদ সদস্য জনাব ব্যারিস্টার শামীম হায়দার পাটোয়ারি বলেন, আমাদের জলবায়ু সমঝোতা আলোচনায় একটি সমন্বয়হীন প্রক্রিয়ায় চলছে, একটি যথাযথ সমন্বিত ব্যবস্থা প্রণয়নের দায়িত্ব সরকারকে নিতে হবে। নাগরিক সমাজ, নীতিনির্ধারক, গবেষক সমাজের মধ্যে একটি সমন্বয় তৈরি করা জরুরি। আমরা আমাদের সমস্যা এবং জলবায়ু অভিঘাতের ক্ষয় ক্ষতিগুলোকে গ্রহণযোগ্য এবং বিজ্ঞান সম্মত প্রক্রিয়ায় এখনো তুলে ধরতে পারিনি। তিনি অধিক ক্ষতিগ্রস্ত রাষ্ট্রগুলোর জন্য আলাদা অর্থায়ন কাঠামোর দাবি জানান এবং বাংলাদেশ সরকারকে এটি নিয়ে কাজ করতে আহবান জানান। তিনি বলেন গবেষক, নাগরিক সমাজের মধ্যে একটি জোটবদ্ধ কর্মসূচি থাকা দরকার, সংসদ সদস্যদের ও দায়িত্ব আছে, নাগরিক সমাজ এবং বিভিন্ন জায়গা থেকে যে কথাগুলো আসছে সেগুলো নিয়ে সংসদের ভিতরে বাহিরে কথা বলতে হবে।

ড. ফজলে রাব্বি সাদেক আহমেদ বলেন, নাগরিক সমাজ এবং নীতিনির্ধারকদের মাঝে একটা বড় ধরণের গ্যাপ অনেক সময় লক্ষ্য করি, সরকারি কর্মকর্তা কর্মচারিরা নাগরিক সমাজের কাছে আসার আগ্রহ কম দেখা যায়, আমি সংসদীয় স্থায়ী কমিটিকে বলতে চাই আপনাদের ও দায় আছে, আপনারা জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়কে বাধ্য করতে পারেন নাগরিক সমাজের সাথে বিভিন্ন আলোচনা এবং শেয়ারিং আরও বাড়াতে।

ক্লাইমেট ব্রিজ ফান্ডের প্রধান জনাব ড. গোলাম রাব্বানি বলেন, বৈশ্বিক জলবায়ু অর্থায়নের অন্তত ৫০ শতাংশ হওয়া উচিৎ অভিযোজন ফান্ড, কিন্তু আমরা সেটি পাচ্ছিনা। তিনি আরও বলে বর্তমান ক্লাইমেট ফাইনান্সিং এর ৭০ শতাংশ হয়ে যাচ্ছে ঋণ যেটি ক্লাইমেট ফাইনান্সিংকে ঋণ নির্ভর করে দিচ্ছে, এটি বন্ধে আমাদের চাপ প্রদান করতে হবে। তিনি বলেন উন্নত বিশ্ব জলবায়ু পরিবর্তনকে মেনে নিলেও ক্লাইমেট চেঞ্জ এর অভিঘাতকে মেনে নিতে চাচ্ছেনা এটি পরিষ্কার দ্বিচারিতা।